BITA

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তা

actionaid

এলআরপি-৪১ বিটা, চট্টগ্রাম।

ডিসেম্বর- ২০২১

সচেতনার অংশ হিসেবে শিশুদের চোখে কোভিড-১৯ প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিশুদের চোখে কোভিড- ১৯

কোভিড- ১৯ নামক এক প্রাণঘাতী ভাইরাস স্তব্ধ করে দিয়েছে পৃথিবীর প্রাণ চাঞ্চল্য, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে মানুষ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পরছে এই নতুন ধারার সাথে যাকে নিউনরমাল জীবন বলে আখ্যায়িত করে থাকি। শিশুদেরকে ও এই নিউনরমাল জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে বাঁচতে হচ্ছে।

শিশুরা করোনা ভাইরাসের নীরব শিকার। এর প্রভাব বরং একটু বেশীই পরেছে শিশুদের উপর। ২০২০ থেকে ২০২১ এর ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা বন্ধ ছিলো স্কুল কলেজ। করোনা মহামারী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত করে। এসময়ে শিশুরা হয়ে পরে গৃহবন্ধী। পড়াশোনা খেলাধুলা সবই করতে হয়েছে বাসা থেকেই। শিশুদের সকল ধরনের বিকাশ এই পরিস্থিতিতে মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়। ঘরে বসে শিশুদেরকে ভুগতে হয়েছে একাকীত্বে। শিশুরা তাদের অন্যান্য শিশু বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার এবং তাদের সাথে দেখা করার সুযোগ সবচেয়ে বেশী পায় তাদের স্কুলে। তাছাড়া তারা খেলার মাঠেও প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে দেখা করার সুযোগ পায়। প্রত্যেকটি শিশুর রয়েছে শিশুতোষ পরিবেশ এবং শিশুতোষ কমিউনিটিতে বেড়ে ওঠার অধিকার, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয়। একশন এইড বাংলাদেশ শিশুদের জন্য প্রতিটি কর্ম এলাকাতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশুদের নিয়ে শিশুফোরাম এবং শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে এই সময়ে সকল প্রকার কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে যেন শিশুরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। ফলে শিশুরা মানসিক ভাবে এবং সামাজিক ভাবে তাদের বিকাশ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছে।

পড়াশোনা, খেলাধুলা সব ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে করায় শিশুর মনোজগতের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। সাথে যোগ হয়েছে মানুষের করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত আর মৃত্যুর খবর, বাবা-মায়ের ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে চিন্তা আর রোজগার আর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ, চারিদিকে শুধু শঙ্কার আবহ। শিশুদের আচরণে বেশ পরিবর্তন ধরা পরে। বেড়ে ছিলো জেদ করা, কান্নাকাটি করা, কিশোর-কিশোরীদেও মধ্যে বিষন্নতা, অনলাইন আসক্তি। শুধু তাই নয়, দেখা দিয়েছিলো বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের উর্ধ্বমুখী হার। একশন এইড বাংলাদেশের কর্ম এলাকার শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

শিশুদের মনে করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারী যেন একটি দীর্ঘ মেয়াদী ট্রমা রেখে যেতে না পারে, তার জন্য একশন এইড বাংলাদেশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহামারীর শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে যেন এই করোনা মহামারীর সময় ও শিশুরা নিরাপদে থেকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তারা শিশুদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ করে আসছে এবং তাদের মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। জাতীয় শোক দিবসের আয়োজন শিশুরা বাড়িতে বসে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের ভাবনা শীর্ষক ছবি আঁকে এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে সচেতনতা মূলক আয়োজন শিশুরা তাদের লেখনী এবং আঁকা ছবির মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর তাদের ভাবনা ফুটিয়ে তোলে। অনলাইন ভিত্তিক শিশুদের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, শিশুরা বাড়িতে নিয়মিত পড়াশোনা করছে কিনা সেই বিষয়ে কমিউনিটি সহায়কদের সহযোগিতায় নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে এবং তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। একইসাথে শিশুদের বাবা-মায়েদের সাথে বেশ কিছু সচেতনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেন তারা তাদের সন্তানের যত্নের ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্প্রতি একশন এইড বাংলাদেশ শিশুদের চোখে কোভিড -১৯ শীর্ষক একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। একশনএইড বাংলাদেশ এর ১৫টি এল আর পি (লোকাল রাইটস প্রোগ্রাম) কর্ম এলাকাতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে ২০০ জনেরও বেশী শিশু অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। এই আয়োজনগুলোতে প্রতিটি শিশুই নিজ ঘরে বসে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ঘরে বসে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা ও করোনা ভাইরাস সম্পর্কে তাদের ধারনা ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা, এটি তাদের জন্য একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিলো। শিশুরা করোনাতে তাদের জীবন যাত্রা, নিউ নরমাল লাইফ কেমন হওয়া উচিত, স্বাস্থ্য নিদের্শনা বিষয়ক সচেতনতা, যেমন মাস্ক পরা, তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এই বিষয়গুলো তাদের আঁকা ছবিগুলোতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এতে করে যেমন নিজেদের সচেতনতা বাড়ে, ঠিক তেমনি অন্যদেরকে সচেতন করে তোলার একটি পথ তৈরি হয়। শিশুদের আঁকা ছবিগুলো থেকে বাছাই করে প্রতি এল আর পিতেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এতে শিশুরা যেমন কিছুটা সময়ের জন্য হলেও তাদের একঘেয়েমি দূর করতে পারে ঠিক তেমনি তাদের সৃজনশীল শিক্ষা প্রক্রিয়া ও ত্বরান্বিত হয়। **-কেন্দ্রীয় ডেস্ক**

"করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব"

"করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব"- এই প্রতিপাদ্য বিষয়েকে সামনে রেখে আন্তজার্তিক নারী দিবস, ২০২১ পালন করলো বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)। অনুষ্ঠানটিকে সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতায় ছিল একশনএইড বাংলাদেশ। দিবসটি উপলক্ষে বিটা নানান কর্মসূচীর আয়োজন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যুব নারীদের অংশগ্রহনে ফুটবল ও কাবাডী খেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ২৯নং মাদারবাড়ী ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব গোলাম মোহাম্মদ জুবায়ের। বিশেষ অতিথি ছিলেন নারীশক্তি দলের দলনেত্রী কেয়া আক্তার। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিটার ইডব্লিউএসসি প্রকল্পের সমন্বয়ক কানিজ ফারহানা। প্রধান অতিথি জনাব গোলাম মোহাম্মদ জুবায়ের তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনেতিক বা রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে নারীদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য এই দিনটি সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হয়। তিনি আরো বলেন আমাদের দেশের নারীরা আজ কোন দিকেই পিছিয়ে নেই। পুরুষের সাথে সমান ভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজ তারা সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করছে। তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে একজন গর্বিত নাগরিক মনে করছেন। তিনি তাঁর ওয়ার্ডে নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের

বিজয়ী দলের মাঝে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব গোলাম মোহাম্মদ জুবায়ের

মাধ্যমে আরো বেশি সমৃদ্ধশালী করতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যেই তিনি তার ওয়ার্ড অফিসে নারীদেও জন্য বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। ভবিষ্যতেও এমনি ভাবে তিনি নারীদের উন্নয়নের জন্য সকল ধরনের সহযোগিতা করে বিশ্বে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। পরবর্তীতে তিনি বিজয়ী দলের সকলের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেন। এছাড়াও একশনএইডের সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য লাভের জন্য প্রতিবন্ধী নারী সেলিনা আক্তারকে বিশেষ পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিটার প্রকল্প সমন্বয়ক কানিজ ফারহানা, প্রকল্প অফিসার ইলা চৌধুরী এবং শান্তা ভট্টাচার্য্য এবং ইডব্লিউএসসি প্রকল্পের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ।

শিউলী আক্তার, মাঠ সংগঠক

"শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি"

শিশুদের সাথে জনাব নুরুল ইসলাম ভূঁঞা জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম।

বিটা, ১লা জুলাই ২০১১ সাল থেকে চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন এর ২৯ নং পশ্চিম মাদার বাড়ি ওয়ার্ডে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সহযোগিতা করছে একশন এইড বাংলাদেশ। প্রকল্পটি হল "সামাজিক পরিবর্তন এর জন্য নারী ও কিশোর-কিশোরীদের মতায়ন"। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবা এবং নারীদের উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের জন্য। পশ্চিম মাদার বাড়ির উদয়ন গলি, ঢাকাইয়া কলোনী, কাচাঁর‍্যালী, ডগের পার, এসআরবি এবং হুলাপুকুরপাড় এলাকা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

০৭ অক্টোবর শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম এ বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল ইসলাম ভূঁঞা, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকত, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ। বিটা'র সমন্বয়কারী কানিজ ফারহানা, সমন্বয় কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বেলুন উড়িয়ে এলাকার সব শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করেন। প্রধান অতিথি বিশ্ব শিশু দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন- শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং নারীরা প্রতিনিয়ত অবহেলার শিকার হচ্ছে। শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎে শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন। বিটা'র উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি পরার্মশ দেন বিটা যেন শিশুদের শিক্ষা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য কাজ করে। শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিটা' কে সব সময় যে কোন কাজে শিশু একাডেমি থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। উক্ত শিশু দিবস বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করা হয়। শিশুদের পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। সব এলাকা থেকে ৩০টি বাছাই করা শিশুদের আকাঁ ছবি প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়- ছড়া/কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্ব বোধক গান, পাপেট শো । ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পুরষ্কার বিতরণ। সর্বশেষ শিশু শুনানী পর্ব ও সমাপ্তী ঘোষণা।

শিরিন আক্তার, মাঠ সংগঠক

বিটার ফেলোশিপ পেলেন নয় তরুণ সাংবাদিক

ফেলোশিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকগণ

চট্টগ্রামের নয়জন তরুণ সংবাদকর্মীকে ফেলোশিপ দিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ ইন্সিটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)। গতকাল বুধবার (৩০ ডিসেম্বর) ব্রাক লার্নিং সেন্টারের সভাকক্ষে 'মিডিয়া ফেলোশিপ ২০২০' শীর্ষক সভায় এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বেসরকারি এনজিও সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় এ ফেলোশিপের আয়োজন করা হয়।

বিটার প্রকল্প সমন্বয়কারী এ এইচ এম হোসেন মনছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রথম আলোর বার্তা সম্পাদক ওমর কায়সার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার নিতাই কুমার ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. রাজীব পালিত, চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী আজিজুর রহমান, বিটার প্রোগ্রাম অফিসার কান্তা মল্লিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটার প্রকল্প সমন্বয়কারী কানিজ ফারহানা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিটারপ্রকল্প সমন্বয়কারী অশোক বড়ুয়া।

'শোভন কর্মপরিবেশ' ও 'নারী ও যুবাবান্ধব জনসেবা' এই দু'টি বিষয়ে দৈনিক পত্রিকার ৯জন সাংবাদিককে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এরমধ্য থেকে ৪জনকে সেরা প্রতিবেদক নির্বাচন করা হয়। তাঁরা হলেন ডেইলি স্টারের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তফা ইউসুফ, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক সুজন ঘোষ, শেয়ার বিজের নিজস্ব প্রতিবেদক সাইদ সবুজ, ডেইলি সানের নিজস্ব প্রতিবেদক ইয়াসির সিলমী। সম্মাননাপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী সংবাদিকরা হলেন- দৈনিক পূর্বকোণের নিজস্ব প্রতিবেদক ইমরান বিন সবুর, দৈনিক পূর্বকোণের উপ-সম্পাদ রাজীব রাহুল, দৈনিক পূর্বদেশের উপ-সম্পাদক মীল রাতুল হাসান, দৈনিক পূর্বদেশের নিজস্ব প্রতিবেদক এম এ হোসাইন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিজস্ব প্রতিবেদক ইফতেখার উদ্দিন। অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার ছিল দৈনিক পূর্বদেশ।

মো: মুনির হোসেন, সহ সম্পাদক

BITA

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তা

২

actionaid

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করনে গবেষণা

চট্টগ্রাম একটি বানিজ্যিক শহর। এখানে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা, ওয়ার্কশপ গড়ে উঠেছে এখানে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি প্রচুর পরিমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতও গড়ে উঠেছে এখানে। এর ফলে পুরোনো এবং নতুন লোহালক্কড়ের কাজও এখানে রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এখানে প্রচুর পরিমান শ্রমিক কাজ করে। তারা লেখাপড়া না করার কারনে বা কম লেখাপড়া ও অদক্ষতার কারনে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে পারে না। শোভন কর্মপরিবেশ সম্পর্কেও তাদের কোন ধারনা নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মপরিবেশ ভাল নয়, তাছাড়া সরকারী কোন নিয়ম কানুনও এখানে মানা হয় না। মালিকের ইচ্ছাই এখানে সবকিছু। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনাও ঠিকমত পায় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমিকেরা কাজ করে, তাদের কোন নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা নেই। তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। চাকুরীর নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রমিকদেরও অবস্থা নিরূপন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য জরীপ করা হয়েছে। জরিপকৃত অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের নাম- লন্ড্রি সেলুন, ওয়েল্ডিং, হোটেল রেস্তোরা। গত ১৫ নভেম্বর - ২৩ শে নভেম্বর ইয়ুথরা বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২৯ নং ওয়ার্ডে - লন্ড্রি, ওয়েল্ডিং, সেক্টরে ২জন করে ৫টি দোকানে মোট ১০জন শ্রমিক হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাদের শোভন কর্ম পরিবেশ এবং তাদের অধিকার সর্ম্পকে কিছু বিষয় তুলে আনেন। শ্রমিকরা বলেন এই কাজে তারা যুক্ত হয়েছে জীবিকানির্বাহ করার জন্য ও কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তবে এই সেক্টরে বেশি অসুবিধা হল উত্তপ্ত আইরনে কাজ করতে গিয়ে অনেক ঝুকির সম্মূখীন হতে হয়। কাজের কোন সময় সীমা নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সপ্তাহের ৭ দিনই কাজ করতে হয়। তার মধ্যে সময়ের মধ্যে কাপড় ডেলিভারী দেয়া। এক ধরনের মানসিক চাপ রয়েছে। তাদের কোন নিয়োগপত্র দেয়া হয় না। কোন সুরক্ষা সামগ্রী দেয়া হয়। অতিরিক্ত উত্তপ্ত আইরনে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ওয়েল্ড্রিং সেক্টর শ্রমিকদের হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাদের কাজের পরিবেশ সর্ম্পকে কিছু বিষয় তুলে আনেন। কোন কোন শ্রমিক বলছে তারা বিভিন্ন জেলা হতে এসে তারা এই সেক্টরে কাজ করে। কাজ শিখতে পারে, দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তখন কাজের মাধ্যমে আয় করে জীবন নির্বাহ করে। এই সেক্টরে সকাল ৯টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এই কাজে অনেক ঝুকি আছে। অনেক সময় হাত পা কেটে যায়, চোখের সমস্যা হয়। এই ধরনের অনেক দূঘটনা ঘটে। এতে আয় করতে পারে না। তখন পরিবারে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। দূঘটনা হলে কোন কোন মালিক খরচ দেয় আবার কোন কোন মালিক দেয় না । কোন ধরনের নিয়োগপত্র নেই।

হোটেল শ্রমিকরা বলেন এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আয় করতে পারে যা দিয়ে জীবিকা নিবার্হ করে। তবে এখানে তেমন কোন ছুটি না থাকার কারনে পরিবারের বিপদে তাদের পাশে দাড়াতে পারে না। কোন নির্দিষ্ট সময়ঘন্টা নেই। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। কাষ্টমারের চুল কাটার উপর দৈনিক টাকা পায়। এই কাজের সাথে যুক্ত থেকে শারীরিক ও মানসিক প্রভাব ফেলছে। তার মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করার ফলে নিয়মিত মাথা ব্যাথা লেগেই থাকে। এই কাজে কোন নিয়োগপত্র নেই। অসুস্থ হলে মালিকরা চিকিৎসা খরচ দেয় না। কাজের ক্ষেত্রে কেউ কেউ সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে আবার কেউ কেউ করে না। মালিক এই ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী দেয় না। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে ঘুমের সমস্যা হয়। এগুলো হতে রোগের উপশম দেখা দেয়।

মোঃ নাহিদ, ইয়ুথ সংগঠক

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় বন্ধুরা

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তার সর্বশেষ সংখ্যার সাথে আপানাদের পরিচিতি করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তা প্রকাশের মাধ্যমে এলাকায় বিগত দশ বছরে নগরীর ২৯ নং পশ্চিম মাদার বাড়ি ও ৯ নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডে একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় বিটার চলমান প্রকল্প সামাজিক পরিবর্তন এর জন্য নারী ও কিশোর-কিশোরীদের মতায়ন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও এলাকার জীবনচিত্র স্থানীয় কিশোর-কিশোরী, ও যুবাদের লেখনীতে উঠে আসে। একজন স্থানীয় কিশোর-কিশোরী, ও যুবাদের সাংবাদিকের সহায়তায় কাজ করছে অত্র ওয়ার্ডের শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবা, নারী ও বয়স্কদের দলটি, যারা কমিউনিটিতে কমিউনিটি সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছে। কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা ও অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের মধ্যে জীবনমান উন্নয়নের সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। সেই সাথে নারী, যুবা, কিশোর-কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রমটি এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তথ্য সরবরাহ করা। শিশুদের অভিভাবকদের সাথে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা করা পাশাপাশি এলাকায় বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে ভাল সর্ম্পক তৈরী করা এবং কিভাবে সহজে সেবা পাওয়া যায় তার তথ্য এলাকার লোকজনদের জানানো এবং সেবা গ্রহণে উৎসাহিতকরণ করা, যুবাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবা সংগঠন তৈরী করা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুবাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কর্মএলাকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা, কর্মএলাকায় বয়স্ক শিক্ষা এবং এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন দল গঠন এর মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে সর্বসাধারণ এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিটা কাজ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি কমিউনিটির সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এমন একটি সমাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে যেখানে তারা উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতা, উন্নয়নের অন্তরায় কমিউনিটির প্রচলিত কুসংস্কার ও আচার-আচরণ, সামাজিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য নিজেরা উদ্যোগ নেবে। সেই সাথে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সেজন্যও এলাকার জনগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আন্তরিক অভিবাদন।

শান্তা ভট্টাচার্য্য
স্পন্সরশীপ ফোকাল
ইডব্লিউএএসসি প্রকল্প, বিটা, চট্টগ্রাম।

একদল নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ইডব্লিউএসসি প্রকল্পে আওতায় বিটা দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীদের নিয়ে একশনএইডে সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের কাজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৯ ও ২৯নং ওয়ার্ডে চলমান রয়েছে। এই ওয়ার্ডে বিভিন্ন কার্যক্রম করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপ আছে। সার্কেল দল, ওয়াচ দল, অভিভাবক দল, ইয়ুথ দল সহ মোট ১৯টি দল রয়েছে। এই দলগুলোতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয় তা হল- নারী ক্ষমতায়ন জেন্ডার সমতা, দুযোর্গ, সুশাসন। এই সকল বিষয় জানতে পেরে মাদারবাড়ি এসআরবি এলাকা কিছু নারীরা একত্রে বসে তারা নিজেরা আলোচনা করে পরিবারে স্বচ্ছলতার জন্য নিজেরা কিছু একটা করবে। সেই দলে নেতৃত্ব দেয় সাহেদা বেগম। তিনি বলেন যার যতটা পুজি আজে তা দিয়ে শুরু করেন। তখন কেউ হাসমুরগী পালন, আচার বানানো, ডিম বিক্রি, সেলাই কাজ, নকশী কাঁথা, এসব সংসারের কাজের ফাকে শুরু করেন। কিন্তু তাদের যে পুঁজি আছে সে পুঁজি দিয়ে এই ধরনের কার্যক্রম করা যাচ্ছে না। তখন সেখানে বেসরকারী সংস্থা বিটা এই এলাকায় অসহায় জনগোষ্ঠীদের নিয়ে উদ্যেক্তা করার জন্য গ্রুপ সভা করেন। এই সভায় অন্যান্য নারীদের মধ্য থেকে সাহেদা বেগম বলেন, তারা টাকার কারনে যে কাজ করেন সেটি করতে পারে না। তখন তাদেরকে বলে এই ধরনের কতজন নারী আছে তাদের একটা তালিকা করতে। সেই তালিকা অনুযায়ী তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে তিনদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষনে কে কি ধরনের কাজ করেন সে সম্পর্কে জানতে চান। তখন তারা যে যেটা করে সেটা বলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যে যে ধরনের কাজ করেন, সে অনুযায়ী কি উপকরন লাগে। তখন তারা ব্যবসা করতে যা লাগে তা বলেন। তখন প্রতিজনকে নগদ ৬০০০ টাকা করে প্রদান করে এবং তাদেরকে বলে তারা এই গ্রুপ যেন প্রত্যেক কিছু টাকা জমা দিয়ে যেকোন একজন করে নিবে এভাবে মোট ১০০০০ টাকা দিয়ে তাদের ব্যবসা ভালভাবে করবে। এইভাবে তারা ব্যবসা করে যে আয় করে পরিবারে সহযোগিতা করে। এই দলে নেতৃত্ব দেয় সাহেদা বেগম। এছাড়া এই দল এই কাজের ফাকে ফাকে ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভাতা এলাকার মানুষের জন্য নিয়ে আসে। এছাড়া তারা একত্রে মিলে ডিএসকে থেকে একটি টিউবওয়েল এনে প্রতি কলসি ১ টাকা করে বিক্রি করেন এই টাকা টিউবওয়েল নষ্ট হলে মেরামত করেন। এরপর যে টাকা থাকে তা তিনজনের নামে একটি হিসাব খোলা হয় এবং সে হিসাবে জমা হয়। এলাকার কোন প্রয়োজনে এই টাকা ব্যবহার করা হয়। এভাবে নারীরা বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে এলাকার উন্নয়ন যেমন করছে তেমনি উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে যা আয় করে তা দিয়ে পরিবারকে সহযোগিতা করছে।

লিজা আক্তার, যুবা সদস্য

কোভিড-১৯ যুদ্ধ মোকাবেলায় নারী নেতৃত্বে "নাসরীন স্মৃতি পদক" প্রাপ্তি

পুরষ্কার হাতে সুস্মিতা সুলতানা স্বর্ণালী

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নেত্রী এবং সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নাসরীন পারভীন হক ২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় আমাদের মাঝ থেকে না ফেরার দেশে চলে যান। নাসরীন পারভীন হক এর প্রতি সম্মান জানিয়ে একশন এইড বাংলাদেশ ২০০৭ সাল থেকে "নাসরীন স্মৃতি পদক" প্রদান করে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারও বিভিন্ন জাতীয় /আঞ্চলিক/স্থানীয় পর্যায়ে নারীর উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "নাসরীন স্মৃতি পদক" প্রদান করা হয়। এবারও সেসব বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয় তা হলঃ যৌন হয়রানী ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী (বয়স১৫-৩০), স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব, কৃষি নারী উদ্যোক্তা, কোভিড-১৯ যুদ্ধ মোকাবেলায় নারী নেতৃত্ব।

স্থানীয় সরকার নারীনেতৃত্বে বিষয়ে গত ২ বছর যাবৎ সুস্মিতা বিটা এবং একশন এইড এর সাথে যুক্ত হয়ে স্থানীয় সরকারের ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় ইয়ুথ গ্রুপ কাজ করার চেস্টা করছে। এই ক্ষেত্রে ক্যাম্পেইন এডভোকেসির মাধ্যমে এলাকার মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইয়ুথরা বিভিন্ন পদক্ষেপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এইকাজে ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় সরকারকে কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে সোশ্যাল অডিটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জনপ্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে যুবদের সহজলভ্য ঋণ সুবিধা প্রদান এবং সংগঠন রেজিষ্ট্রেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি সহজলভ্য হওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় যুব অধিদপ্তরের সাথে এডভোকেসি করে। এছাড়াও ওয়ার্ড পর্যায়ে তাদের সেবা নিয়ে টেকনিক্যাল এডুকেশন সেক্টরে, যুববান্ধব প্রশিক্ষণ হওয়ার লক্ষ্যে এবং প্রশিক্ষণ শেষে চাকরির অধিকার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে, এডভোকেসি। যুবকদের এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় "সুস্মিতা সুলতানা স্বার্ণালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে।

নাছিমা বেগম, যুবা সদস্য

BITA

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তা

৩

actionaid

ছেলে-মেয়ের বৈষম্য আর নয়

আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সুযোগ পায়। কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা ৫০ জন মেয়ে। তাই সমাজের শতকরা ৫০ জনকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চনা করলে সত্যিকার অর্থে কোন উন্নয়নের সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। দেশে সামগ্রীক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কি বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে দেখা যায়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের খাবার পরিমানে কম ও নিম্নমানের হয়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা গৃহস্থালী কাজ কর্ম বেশি করেও, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা লেখাপড়ায় সুযোগ কম পায়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা কম পায়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা চিকিৎসা সুবিধা কম পায়। তাই বৈষম্য দুরীকরণে আমরা যা করতে পারি তা হল: প্রথমে প্রত্যেক পরিবারে বাবা ও মা সমান ভাবে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে দেখা উচিত। একটি ছেলে যা পারে ঐভাবে সমান সুযোগ দিলে মেয়েটিও পারে শিশুদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক বিশেষত্ব থাকুক আর না-ই থাকুক, শিশুর অধিকার অধিকারই এক্ষেত্রে কোন রকম ছেলে কি মেয়ে এই বিভেদ করা যাবে না।

নাম : শারমিন আকতার মনি

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ

জলবায়ুর পরিবর্তনে সচেতনতায় নাটকে শিশুরা

সঠিক পরিমানে সুষম খাবার

আমরা খাবার খাই বলে বেঁচে আছি। সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম শরীরের জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর ও সুষম খাবার। অনেকে মনে করেন শুধুমাত্র দামি খাবারেই পুষ্টি আছে আসলে তা নয়। সব খাবারেই পুষ্টি আছে। পুষ্টি আসলে কি? পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। খাদ্যের সাতে স্বাস্থের সর্ম্পকই হল পুষ্টি আমরা যা খেয়ে থাকি সেখানে থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেলেই আমরা কাজ করার জন্য শক্তি পাই।

সবরকম খাবারের মিশ্রণই হল সুষম খাবার অর্থাৎ আমিষ, শর্করা, তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি সঠিক পরিমানে যে সকল খাবারেও থাকে তাই সুষম খাবার। পুষ্টি হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে খাদ্য থেকে শরীর শক্তিপায় এবং শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ হয় সুষম খাবারের জন্য সকল প্রকার খাদ্য পরিমানে খেতে হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুষম খাবার অত্যন্ত প্রয়োজন। খাবার খেলে শরীরে রক্ত হয়। রক্ত কম থাকলে দেহের বৃদ্ধি হয় না। দেহের সুষ্ঠ বৃদ্ধিও জন্য নিয়মিত প্রতিদিন সবুজ শাক-সবজি খাওয়া প্রয়োজন। গুড়ে ভালো পরিমান লৌহ থাকে। এটা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না যে, ৮টি ডিমে যে পরিমান লৌহ থাকে টেবিল চামচ পরিমান ঝোলা গুড়ে সে পরিমান লৌহ আছে। প্রতিদিন ১ টেবিল চামচ করে ঝোলা গুড় খেলে শরীরে লৌহের অভাব হবে না।

পপি আকতার

শ্রেণি : চতুর্থ।

শিশুদিবসে ধারণাপত্র পাঠ করছে মারজাহান

আর্থ ওয়ার্কে যুবা ও নারীর অংশগ্রহন

আর্থ ওয়ার্কে শিশুদের সতস্ফুর্ত অংশগ্রহন

তথ্য ও প্রযুক্তি শিখন কেন্দ্রে শিশুদের সরব উপস্থিতি

শিশু দিবসে শিশুদের সপথ গ্রহণ

রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে পুরষ্কার হাতে মারজাহান

আমরা সচেতন, আপনিও সচেতন হোন

আমার নাম মারজাহান। আমি ৮ম শ্রেণিমে পড়ি। আমি বিটা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু ফোরামের সভাপতি। কোভিড-১৯ করোনা এই ভাইরাসটি তো আমরা সবাই চিনি তাই না। এই ভাইরাস পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর ভাইরাস। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং অনেকে সুস্থ্য হয়েছে। এই ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধান সুপারিশ হলো মুখে মাস্ক পড়া এবং কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করা। মাস্ক সব সময় আমাদের সাথে থাকে তাই মাস্কের জন্য চিন্তা করা লাগেনা। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বাসাই থাকি ততক্ষন হাত সাবান দিয়ে স্যানিটাইজ করতে পারি। কিন্তু আমরা বাহিরে গেলে কি করবো। অর্থাৎ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও প্রয়োজনে আমাদের বাসা থেকে বের হতে হয়। তখন আমরা কী করবো। আর সব সময়তো সাবান এবং পানি সাথে রাখতে পারি না। তা ছাড়া বাহিরে আরো বেশি করোনা ছাড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে। তাহলে এটা আমাদের অনেক বড় বিপদ। এটা খুবই বড় সমস্যা। আর এই সমস্যা নিরসনের উপায় হিসেবে একশন এইড এর সহায়তায় আমাদের এলাকায় ৩টি হ্যান্ড ওয়াশ জোন বসানো হয়। এই হ্যান্ড ওয়াশ জোন এ ইয়ুথ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি এবং বিটার প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার, এস পি অফিসার এফ এফ দের নিয়ে আমদের ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার এই হ্যান্ড ওয়াশ জোন উদ্বোধন করে। যাতে এলাকার দরিদ্র মানুষ, দিন মজুর ও গার্মেন্টস কর্মীরা বাইরে বের হলে কাজের পরে নিজের হাত স্যানিটাইজ করে নিজেকে এবং এলাকার মানুষ ও নিজের পারিবারকে নিরাপদ রাখতে পারে। আমরা এখন খুব খুশি এবং ভাল আছি।

মারজাহান আক্তার

৮ম শ্রেণি

BITA

মাদারবাড়ি উন্নয়ন বার্তা

৪

actionaid

খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম

করোনাকালীন এই সময়ে হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী, বিধবা, গর্ভবতী মায়েদের সহজভাবে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বিটা ২৯ নং মাদারাবড়ী ও ৯নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডে ১৩৭ টি পরিবারকে ত্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ৯নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জহিরুল আলম জসিম, কাউন্সিলর ৯নং ওয়ার্ড, তাসলিমা নাসরিন রুবি, মহিলা কাউন্সিলর ৯নং ওয়ার্ড, তারুণ্যের প্রতীক যুব সংঘের স্বেচ্ছাসেবী বৃন্দ ও বিটার কর্মকর্তাবৃন্দ।

টিকাদান অভিযানে সক্রিয় বিটা যুবদল

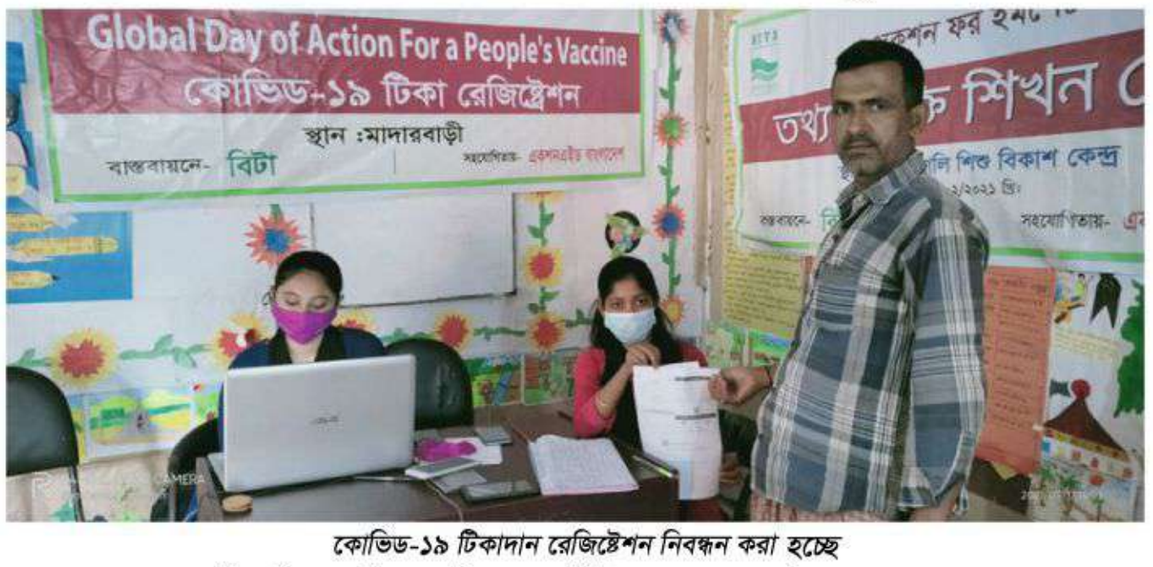

কোভিড-১৯ টিকাদান রেজিষ্টেশন নিবন্ধন করা হচ্ছে

১২ জন যুব সদস্য বস্তি পর্যায়ে কোভিড-১৯ টিকাদান রেজিষ্টেশন প্রচারণার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৯ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে মাদারবাড়ী ও নিউ শহিদ লেইন গলিতে ভ্যাকসিন দিবস পালিত হয়। এই দিনে কোভিড-১৯টিকা দেওয়ার জন্য একটি প্রচারাভিযান শুরু হয়। টিকাদানের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে, মাইকিং, পোস্টারিং, ভিডিও ক্যাপচারিং, সচেতনতা সভা এবং বিনামূল্যে টিকা নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন করা হয়। মোট ২৫০ জন রেজিস্ট্রেশন ও ভ্যাকসিন কার্ড সংগ্রহ করে। মোট ৩৩৬ জন অংশগ্রহণকারী যেখানে ১২০ জন মহিলা এবং ২১৬ জন পুরুষ। বিনামূল্যে নিবন্ধন করতে পেরে তারা খুবই খুশি।

নিজেরাই এখন দলীয়ভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছি

২৯নং পশ্চিম মাদারবাড়ী ওয়ার্ডটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। উদয়ন গলি অত্র ওয়ার্ডের মধ্যে অন্যতম একটি। উদয়ন গলি বসবাসরত প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা যায় এখানে বর্তমানে বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৯০টি। মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭৬০জন। বসবাসরত মানুষজন গুলো মূলত ভূমিহীন। পুরুষদের মধ্যে বেশির ভাগ নদীতে ডুবুরী কাজ তথা দিন মজুর, রিক্সা চালনা পেশার সাথে যুক্ত। নারীরা গার্মেন্টস কর্মী ও চাল, ডা গম কুড়ানো কাজে যুক্ত। চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে হলেও এই মানুষগুলো নাগরিক অনেক সেবা থেকে অনেক আগে থেকেই বঞ্চিত। নেই কোন ভাল পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা। খাওয়ার পানি টাকা সংগ্রহ করতে হয় প্রায় আধা কিলোমিটার দূর থেকে। নিয়মিত ব্যবহারের পানির জন্য কলোনীর ভিতরে কুয়া খনন করলেও তা থেকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়না। কিশোরীরা জানায় দূর থেকে পানি আনতে গিয়ে শারীরিকভাবে হয়রানিরও শিকার হয়। পানির চরম অভাব সংকটের কারণে তারা নিয়মিত গোসল ও ধোয়ার কাজ করতে পারে না। যেসব শিশুরা স্কুলে যায় পানির অভাবের কারণে তারা নিয়মিত স্কুল পোশাক পরিস্কার করতে পারে না। নিজেরাও অপরিস্কার অবস্থায় স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। খোঁজ পাচড়াসহ ইত্যাদি রোগে শিশু থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়। কাঁচা টয়লেট ব্যবহার করার কারণে কলোনীর চারদিকে বাতাসে মিশে থাকে দূগর্ন্ধ। নীচু এলাকা হওয়ার কারণে একটু বৃষ্টি হলেই কলোনীর ভিতরে পানি জমে চলাচলে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বসবাসরত পরিবার গুলোর মধ্যে নাগরিক সচেতনতাও অনেক কম। এলাকায় বসবাস করা প্রবীন লোকরা জানায় তারা এখানে অস্থায়ী হওয়ার কারণে সিটি কর্পোরেশন বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন নাগরিক সেবা তারা চাহিদা মাফিক পান না। নিজেরাও খুব একটা জোড় দিয়ে দাবী করেন না। নিজেরাও যে নিজেদের প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হয়ে কিছু করতে পারেন এমন বোধে তারা আগ্রহী ও অভ্যস্ত নন। তারা বিশ্বাস করে আজ এখানে আছে কলোনীটি ভেঙ্গে দিলে কাল এখানে নাও থাকতে পারে। এই মনোভাব নিয়েই তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। এছাড়া কলোনীটির পাশেই প্রতিদিনই চলে মাদকের বেঁচাকেনা উভয়ই। এই অবস্থায় শত বাঁধা প্রতিকুলতার মাঝেই তারা জীবন-যাপন করছে। কেয়া আক্তার জানান এখানে বসবাস করতে তাদের অনেক সমস্যা হলেও ভাল থাকার চেষ্টা করছে প্রতিনিয়তই। তিনি আরো বলেন এলাকাটি বসবাসের জন্য অস্বাস্থ্যকর। উপার্জনের একটা বড় অংশ তাদেরকে ব্যয় করতে হয় পানি কেনা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য। ফলে সাংসারিক অন্যান্য খাত যেমন শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে দারিদ্রতা সারাবছরই লেগে থাকে। ২০১১ সাল থেকে একশন বাংলাদেশ অত্র এলাকায় শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও নারী সার্কেল কার্যক্রম শুরু করে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০০জন শিশুকে নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয় সৃজনশীল সেশান ইত্যাদি। ২৫জন নারীকে নিয়ে গঠন করা হয় নারী সার্কেল দল। সার্কেল দলের কার্যক্রমের মধ্যে আছে সপ্তাহে ২দিন সার্কেল সেশান, অক্ষর-জ্ঞান প্রদান, সার্কেল সদস্যদের নিজেদের জীবন সংশ্লিষ্ট ও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দলে বসে মুক্ত আলোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, দিবস পালন, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা ইত্যাদি। কেয়া আক্তার উক্ত সার্কেল দলের একজন সদস্য। কেয়া আক্তার স্বাধীনতা নারী শক্তি সংগঠনের সাথে বিগত ৫ বছর ধরে আছে । তার সঙ্গে নারীদের সমস্যা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে ৮-৯ বছর। স্বাধীনতা নারী শক্তির ইউনিট লিডার হিসাবে কেয়া আক্তার মহিলাদের নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করছে। কেয়া আক্তার এর এলাকায় যৌন হয়রানি ও নারী নির্যাতন প্রকোপ একটু বেশি। সে নারী শক্তির সদস্যদের ও ওয়াচ দলের সদস্যদেরকে নিয়ে গ্রুপের সমন্বয়ে নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে কাজ শুরু করে। এখন পর্যন্ত নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং অনেক অংশে বন্ধ হয়েছে । আমাদের ওয়াচ দলের মাধ্যমে ১০জন মহিলা নিয়ে কমিশনার কার্যালয়ে সেলাই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করি। বর্তমানে এই ১০ জন মহিলার আর্থিক অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০১৭ সালের জুন মাসের বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছে ৪ টি। ঝড়ে পড়া শিশুদের স্কুলগামি করার ব্যবস্থা করেছে। করোনার সময়ে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য বলেছে, ঘন ঘন হাত ধোয়ার কথা বলেছে, মাস্ক ব্যবহার করতে বলেছে ও মাস্ক বিতরণ করেছে । ৪০টি হতদরিদ্র পরিবারে ত্রানের ব্যবস্থা করেছে। এই কাজগুলো করার সময় কেয়া আক্তার পারিবারিক অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এলাকা থেকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যখন তখন কাজ গুলো করার জন্য বাসা থেকে বের হতে হয় কিন্তু এই বের হওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয় যেমন বাসায় বাচ্চার সমস্যা, স্বামীর সমস্যা এলাকা থেকে তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়। যখন তখন তারা মহিলাদেরকে নিয়ে বের হয়। আর মহিলাদের এই বের হওয়া নিয়ে স্বামীর অনেক কথা শুনতে হয়, এবং এলাকার মুরুব্বীরা পুরুষরা তাদেরকে অনেক আজে বাজে কথা বলে ও সমালোচনা করে। এছাড়াও রাজনৈতিক বড় বড় নেতাদের সমুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়াও সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কোভিড ১৯ কালীন সময়ে বাসা থেকে বের হওয়া। তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এটি। এই সংগঠন নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো এই সংগঠনটাকে আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে তৈরি করা। আর এই সংগঠন মাধ্যমে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা যৌন হয়রানি ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, নারী নির্যাতন বন্ধ করা। স্থানীয় ওয়ার্ড কার্যালয়ের সাথে সার্কেল সদস্য ও এলাকাবাসীর লিংকেইজ এবং যোগাযোগ স্থাপনে সার্বিকভাবে একশনএইড ও বিটা একসাথে কাজ করেছে। বর্তমানে অত্র এলাকার জন্য ওয়াসা থেকে পানির সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। মোট ৩০০টি পরিবারের প্রায় ১২৯০ লোকের নিরাপদ খাবার পানির সংস্থান হয়েছে। পানির সংস্থান হওয়ার ফলে কিশোরী মেয়েরা ইফটিজিং ও যৌন হয়রাণীর মতো ঘটনা থেকে মুক্তি পেয়েছে। পানি আনতে গিয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে যেতে দেরী হওয়ার ঘটনা বা স্কুল কামাই কমে গেছে। পাশাপাশি এলাকার লোকজনের মধ্যে সেবা আদায় করার ক্ষেত্রে বা দলীয়ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে আত্ববিশ্বাস বেড়েছে। এই আত্ববিশ্বাসই তাদেরকে ভবিষতে আরো অনেক দাবী আদায় বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। কেয়া আক্তার জানায় আগে আমরা নারীরা একতাবদ্ধ ছিলাম না। এখন একশনইড ও বিটার কাজের সাথে যুক্ত হয়ে সার্কেল দলের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়েছি। নিজেরা এখন দলীয়ভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছি।

প্রতিটি শিশুই অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার উৎস

প্রশিক্ষনে শিশুদলের উপস্থাপনা

প্রতিটি শিশু অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার উৎস। আজকের শিশু র্নিমান করবে জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুরা সরল পদাচরণায় মুখরিত করে রেখেছে এই পৃথিবীকে। কিন্তু এখনো অনেক ভাগ্যহত ও দরিদ্র পীড়িত শিশু নিষ্পেষিত ও অবহেলিত অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। শিশু সর্ম্পকে আমাদের মানবিক বোধ ও অনুভূতি সক্রিয় করা এবং সকল শিশু যাতে সমাজে সু-উপযোগী হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে সেই ব্যাপারে সহায়ক ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য একশনএইডের সহযোগিতায়, বিটা শিশু নেতৃত্ব বিষয়ক মৌলিক কর্মশালার আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল, শিশু নেতৃত্ব বিষয়ক ধারণা পাওয়া, শিশু নেতৃত্ব বোধকে অনুভূতি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা, জীবনে চলার পথে কিভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা অনুধাবণ করা। এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিশুদের ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে কমিউনিটি পর্যায়ে নেতৃত্ব বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ণ এর মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন সহজতর হবে। নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি শিশু সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন ও নীতিমালা সমূহের সাথে প্রায়োগিক সমন্বয় এর মাধ্যমে তা শিশু অধিকার এ সামগ্রিক অবদান রাখবে। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বিটার প্রকল্প সমন্বয়ক কানিজ ফারহানা, বাপ্পা চৌধুরী, প্রকল্প অফিসার ইলা চৌধুরী এবং শান্তা ভট্টাচার্য্য এবং ইডব্লিউএসসি প্রকল্পের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ।

ফাহিমা আক্তার, শিশু ফোরাম সদস্য

সম্পাদক : শান্তা ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) ৭৫৩, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। ফোন : ০৩১-৬১০২৬২, ই-মেইল : bitactg@gmail.com, facebook/bita.ewasc@gmail.com, www.bitactg.org দিপা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স আন্দরকিল্লা থেকে মুদ্রিত। মোবাইল: ০১৮১৫-৬৩৪২১০, ই-মেইল : dipaprintersctg@gmail.com